দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

146

পরিবেশ অনুকূল থাকিলে জানুয়ারীতে ডাকসু নির্বাচন

॥ রেজানুর রহমান ॥

জানুয়ারী মাসে 'ডাকসু' নির্বাচন হইতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রাথমিক তৎপরতা শুরু করিয়া-

(শেষ পৃ: ৮-এর ক: দ্র:)

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পৃ: পর)

ছেন। ইতিমধ্যে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহিত পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। ভিসি আশা প্রকাশ করেন, যথাশীঘ্র সম্ভব সকল ছাত্র সংগঠনকে নিয়া এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে আ[illegible]চনা করার পর ডিসেম্বরের শে[illegible] সপ্তাহ অথবা জানুয়ারীতে নির্[illegible] অনুষ্ঠানের চেষ্টা করা হইবে।

(১৪শ পৃ: দ্র:)

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পৃ: পর)

উল্লেখ্য ১৯৮২ সালে দেশে সামরিক আইন জারির পর ডাকসু বাতিল করা হয়। ইহার পর গত ৬ বছরে কর্তৃপক্ষ কয়েকবার ডাকসু নির্বাচনের চেষ্টা করিলেও তাহা সম্ভব হয় নাই। বিগত ৬ বছর ডাকসুর কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের তৎপরতা অনেকটা স্তিমিত। ইতিপূর্বে ডাকসু থাকা এবস্থায় প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাট্য প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হইত। একজন অভিভাবক মন্তব্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার বাহিরে প্রতিভা বিকাশের এইসব নানাবিধ সুযোগ থাকায় 'সেই সময়' ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল। ডাকসু না থাকায় গত বছর গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের একদিনের অনুষ্ঠান ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাই। হল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সামান্য আয়োজন করা হইলেও জাঁকজমক নাট্য প্রতিযোগিতা অথবা সাহিত্য প্রতিযোগিতার মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন ছিল অনুপস্থিত। ভিসি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভা বিকাশের নানাবিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যায়না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা কেন্দ্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও খেলাধুলায় ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন আগ্রহ নাই। লাইব্রেরীর বিশাল কক্ষ প্রায়শঃই খালি থাকে। কেন এই সব হইতেছে তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে তিনি ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মৃদু তৎপরতা শুরু হইয়াছে। নির্বাচন সম্পর্কে কয়েকজন ছাত্র নেতার বক্তব্য— এই নির্বাচন জরুরী। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে ক্যাম্পাসে পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

একটি সূত্রের মতে, এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের নীতিমালার প্রতি সকল ছাত্র সংগঠনকে আন্তরিক হইতে হইবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তরিক/সকল ছাত্রসংগঠন ঐকমত্যে পৌছিলে জানুয়ারীতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অপর একটি সূত্রের মতে আপাতঃ দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শান্ত মনে হলেও ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব কমে নাই। সাম্প্রতিককালে জিয়া-মুজিব হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা পরিস্থিতিকে কিছুটা হইলেও ঘোলাটে করিয়াছে। উপরন্তু ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভায় আলোচনা করিতে হইবে। ছাত্রদল সংগঠনের ছাত্র কর্মীদের বহিষ্কারাদেশ প্রশ্নে পরিষদের গত দুইটি সভায় অংশগ্রহণ করে নাই। আগামীতে করিলেও বহিষ্কারাদেশ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। অপরদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-শিবির ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংঘর্ষের প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়িয়াছে। এমতবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত সচেতন হইতে হইবে বলিয়া বিভিন্ন সূত্র মন্তব্য করিয়াছে। ডাকসু নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য ২৩শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হইতে পারে। সূত্রটির মতে ১৪ হইতে ১৭ই জানুয়ারী যে কোন দিন ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।